বিবৃতি তারিখ : ১৪ আগস্ট ২০২৫

ট্রান্স-এক্টিভিস্ট সাহারা চৌধুরীকে বিশ্ববিদ্যালয় হতে অন্যায় বহিষ্কারের প্রতি
জনগণতান্ত্রিক ছাত্র সঙ্ঘ-এর নিন্দা এবং সাহারা'র প্রতি সংহতি জ্ঞাপন

সাহারা চৌধুরীকে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনর্বহাল করতে হবে!

সাম্রাজ্যবাদের অনুগত উগ্রবাদী-সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহের তৎপরতা ও উত্থানকে শক্ত হাতে চূর্ণ করুন!

গতকাল, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ট্রান্স-এক্টিভিস্ট সাহারা চৌধুরীকে পিতৃতান্ত্রিক, উগ্রবাদী-সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহের হত্যার হুমকির বিপরীতে প্রতিবাদী-বিদ্রূপাত্মক কার্টুন আঁকার দায়ে 'মব'-এর চাপে তার সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। এই ঘটনাই আমাদের প্রমাণ করে দেয় যে এই সরকার, রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা উগ্রবাদী-সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহের সহযোগী, তল্পিবাহক ও মদদদাতা। আমরা, *জনগণতান্ত্রিক ছাত্র সঙ্ঘ*, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাহারা চৌধুরীর এই অন্যায় বহিষ্কারের প্রতি নিন্দা এবং সাহারা চৌধুরীর সাথে সংহতি জ্ঞাপন করছি।

উল্লেখ্য যে, ট্রান্স-পরিচয়বিশিষ্ট গোষ্ঠীসমূহ আমাদের দেশের শোষিত-নিপীড়িত জনগণের অংশ। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত সমস্ত কার্যক্রম হতে তাদের অস্তিত্বকেই উপেক্ষা করা হয়, সামাজিকভাবে তাদের বিমানবীকরণ করা হয় এবং প্রায়শই এমন 'মব'-এর চাপে তাদের হত্যাযোগ্য করে তোলা হয়। ট্রান্স-গোষ্ঠীসমূহের উপর এমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক চাপ প্রয়োগ করে তাদের ঠেলে দেওয়া হয় ভিক্ষাবৃত্তি ও যৌনবৃত্তির দিকে। উল্লিখিত এই ঘটনা আবারও আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমাদের আধা-উপনিবেশিক আধা-সামন্তীয় সমাজব্যবস্থায় সরকারি অফিস-আদালত থেকে শুরু করে একেবারে মাঠ-ঘাট, কারখানা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দোরগোড়া পর্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রেই নারী, শিশু, এলজিবিটিকিউ+ (LGBTQ+) জনগণের বিরুদ্ধে পিতৃতান্ত্রিক শোষণ সর্বদা বিদ্যমান। বর্তমানের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুগত ডঃ ইউনুসের নেতৃত্বে এনজিও-সুশীলদের "অন্তর্বর্তীকালীন সরকার" যতই সংস্কারের বাণী ছড়াক না-কেন, তাদের সংস্কার শেষমেশ এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ও এই ব্যবস্থাকে লালনকারী সেসব উগ্রবাদী-সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহের জন্যেই কল্যাণ বয়ে আনবে; তাদের সংস্কার কল্যাণ বয়ে আনবে এদেশের শ্রমিক-কৃষক, দেশপ্রেমিক-গণতান্ত্রিক, নারী ও অপরাপর লিঙ্গীয় বৈচিত্র্যের জনগণের রক্তচোষা আধা-সামন্তীয় শ্রেণীসমূহের; কল্যাণ বয়ে আনবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের। অর্থাৎ, বিদ্যমান রাষ্ট্র, সরকার ও সমাজব্যবস্থার অধীনে কখনোই এখানকার জনগণের

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ব্যক্তি ও পরিচয়গত জীবন-মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে না।

ঘটনার সূত্রে আরও উল্লেখ্য যে, যখন সাহারা চৌধুরীসহ ট্রান্স-গোষ্ঠীসমূহ আওয়ামী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জুলাইয়ের ছাত্র-জনতার বিদ্রোহে সম্মুখ ভূমিকা পালন করছেন, তখন এই উগ্রবাদী-সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ মুখে কুলুপ-এঁটে বসে ছিল। কিন্তু বিদ্রোহ-পরবর্তীকালে যখন ট্রান্সরা নিজেদের অধিকারের প্রশ্নে কথা বলছেন, সোচ্চার হচ্ছেন, তখন তাদের মাথায় আগুন ধরে যাচ্ছে; শুধু তাদেরই নয়, স্বয়ং মার্কিন দালাল ইউনূসের মাথায়ও বোধহয় আগুন ধরে যাচ্ছে! তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উগ্রবাদী-সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ এখন এই নিপীড়িত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে এবং 'মব' উস্কে দিচ্ছে। আমরা স্পষ্টভাবে মনে করিয়ে দিতে চাই যে আমরা আওয়ামী ফ্যাসিবাদের শাসনামলেও ব্লগার হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক-দেশপ্রেমিক ব্যক্তিবর্গের হত্যাকাণ্ডের ঘটনার সাক্ষী। আজ যখন 'মব' উস্কে দিয়ে হত্যা-সহিংসতা হয়ে দাঁড়িয়েছে নৈমিত্তিক ব্যাপার, তখন আওয়ামী ফ্যাসিবাদী শাসনামলের সাথে এই "অন্তর্বর্তীকালীন সরকার"-এর শাসনামলের কোন পার্থক্যই নেই।

আমরা, *জনগণতান্ত্রিক ছাত্র সঙ্ঘ*, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাহারা চৌধুরীর এই অন্যায় বহিষ্কারের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করছি এবং দাবি জানাই যে— সাহারা চৌধুরীকে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনর্বহাল করতে হবে। আমরা আহ্বান জানাই যে— সাম্রাজ্যবাদের অনুগত উগ্রবাদী-সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহের তৎপরতা ও উত্থানকে শক্ত হাতে চূর্ণ করুন; মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুগত, পিতৃতন্ত্র ও উগ্র-ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার পৃষ্ঠপোষক, সেনাসমর্থিত এই "অন্তর্বর্তীকালীন সরকার"-এর গণবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন; আধা-উপনিবেশিক আধা-সামন্তীয় শ্রেণীসমূহের স্বার্থরক্ষাকারী, সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদের অনুগত এই রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থাকে কৃষিবিপ্লবের মধ্য-দিয়ে উচ্ছেদ করে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ অভিমুখী জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করুন।

জনগণতান্ত্রিক ছাত্র সঙ্ঘ

People's Democratic Students Unity

কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি কর্তৃক প্রচারিত

যোগাযোগ : PDSU.Bangladesh@gmail.com